দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৩০ চারকোপ

প্রশ্নপত্র ফাঁস : রাজনৈতিক প্রভাব

বাতিল হচ্ছে ২৭তম বিসিএস পরীক্ষা

শাহজাহান ভূঁঞা

২৭তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে মতামত চেয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, মৌখিক পরীক্ষায় অনিয়ম, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ পরীক্ষার নিয়োগ সুপারিশ বাতিল হতে পারে। আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, আইন ২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বাতিল হচ্ছে ২৭তম বিসিএস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে পরীক্ষাটি বাতিল করা হবে। গত বুধবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো নথির ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অসঙ্গতা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এসব অভিযোগ ও অনিয়মের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, মৌখিক পরীক্ষায় যোগসাজশ, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য। সূত্র জানায়, ২৭তম বিসিএস নিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নবনিয়োগ শাখায় এর দুর্নীতি ও অনিয়মের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। এ অবস্থায় ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় পিএসসি যে ৩ হাজার ৫৬৬ জনের মনোনয়নের সুপারিশ করেছে তা সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিল করা যায় কি না সে বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় মতামত জানতে চেয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী প্রশাসন বিষয়ক কমিটির বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হবে। যাতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সূত্র জানায়।

প্রসঙ্গত, ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডার পদে এক হাজার ৭৭৬ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের ২৮ জুন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এক লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ প্রার্থী অংশ নেয়। এদের মধ্যে ২৬ হাজার ৫০০ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হন। তাদের মধ্য থেকে সাড়ে ১৬ হাজার মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ পায়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে গত ২১ জানুয়ারী চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এতে বিজ্ঞাপিত পদের দ্বিগুণ তিন হাজার ৫৬৬ জনকে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়। আগামী ৭ এপ্রিল মনোনীতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু হবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার কারণে তড়িঘড়ি করে পরীক্ষা গ্রহণ থেকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।